স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা
বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও সফলতা

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট

AID FOUNDATION এইড ফাউন্ডেশন

GRAMBANGLA Unnayan Committee

NATAB

Work for a Better Bangladesh Trust

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা

বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও সফলতা

সম্পাদনা পরিষদ

এ কে এম মাকসুদ, নির্বাহী পরিচালক, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি

শাগুফতা সুলতানা, প্রকল্প পরিচালক, এইড ফাউন্ডেশন

সৈয়দা অনন্যা রহমান, কর্মসূচি প্রধান, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

ফিরোজ আহমেদ, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি (নাটাব)

খন্দকার রিয়াজ হোসেন, পরিচালক, কর্মসূচি, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি ও প্রকল্প পরিচালক, গ্রামবাংলা তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি

আবু নাসের অনীক, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, এইড ফাউন্ডেশন

সামিউল হাসান সজীব, সিনিয়র প্রকল্প কর্মকর্তা, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

নাসরিন সুলতানা, হিসাব ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা, এইড ফাউন্ডেশন

নাজমুন নাহার, সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

কৃষ্ণা বসু, সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

কানিজ ফাতেমা রুশি, প্রকল্প কর্মকর্তা, নাটাব

প্রকাশ কাল: জুলাই, ২০২৪

প্রকাশনায়:
এইড ফাউন্ডেশন
গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি (নাটাব)
ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট

মুখবন্ধ

তামাকজাত দ্রব্যের বহুমাত্রিক ক্ষতি বিবেচনায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনকে ভিত্তি করে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ তামাক নিয়ন্ত্রণে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে। আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়া এ নির্দেশিকার মূল লক্ষ্য। উক্ত লক্ষ্য অর্জনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিগণ বেসরকারী সংস্থাসমুহকে সাথে নিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করেছে বহুমুখী সমন্বিত উদ্যোগ। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা মাঠ পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে অনুকরনীয় সফলতা। "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও সফলতা" শীর্ষক এই প্রকাশনাটির মাধ্যমে অর্জিত সফলতা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহের চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমরা আশা রাখি, এই প্রকাশনার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে অংশগ্রহণের পথ সুগম হবে। তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা বন্ধ, পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অধূমপায়ীদের তামাক ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার পাশাপাশি মোড়কে স্বাস্থ্য সর্তকবানী প্রদান মনিটরিং সম্ভব হবে। এছাড়াও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী/কোম্পানি ও খুচরা বিক্রেতাদেরকে লাইসেন্সিং এর আওতাভূক্ত করে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। যা সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং রাজস্ব বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে। একইসাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে সকল তামাকজাত দ্রব্যেও বিক্রয় বন্ধ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে কার্যরত সংগঠনগুলোর সাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি আরো বেগবান হবে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের নতুন নতুন সংগঠন তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে উদ্বুদ্ধ হবে।

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও সফলতা

এইড ফাউন্ডেশন

ভূমিকা: গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনায় নীতিগত পর্যায়ে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। জাতীয় পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাদের নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত তামাক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা আইন বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়বদ্ধ করেছে। তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশিকাটি MPOWER কে ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে। নির্দেশিকাটি যথাযথ বাস্তবায়নে করতে পারলে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতাদের লাইসেন্সিং এর আওতায় আনা, অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচারণা বন্ধ, তামাক কোম্পানিগুলোর অবৈধ হস্তক্ষেপ প্রতিহত করা সম্ভব হবে।

প্রেক্ষাপট: ২০২০ সালে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক নির্দেশিকাটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এইড ফাউন্ডেশন রাজশাহী ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন এবং খুলনা বিভাগের ৯ টি সদর পৌরসভায় নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ করে। কাজগুলো বাস্তবায়ন করতে যেয়ে আমাদের বেশকিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা উপলব্ধি করি যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক (বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা) নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে অন্যতম কেন্দ্রীয় মনিটরিং টিম সক্রিয় থাকার মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে নিয়মিত রিপোর্ট সংগ্রহ করা, নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে মেয়রদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংবেদনশীল করা, মেয়র এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে কারিগরি দক্ষতা অর্জন। এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই এইড ফাউন্ডেশন বর্তমান কাজের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে। এখানে উল্লেখ্য যে নির্দেশিকাটি প্রণয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক যে সাব কমিটি গঠন করা হয়েছিলো মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সেই কমিটির সদস্য হিসাবে এইড ফাউন্ডেশন ভূমিকা রাখে।

গৃহীত উদ্দেশ্য: নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে আমরা নির্দিষ্ট চারটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করি এবং সেই উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য সেই অনুযায়ী আমাদের কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয় যা গত ১৮ মাস আমরা বাস্তবায়ন করেছি।

প্রথম উদ্দেশ্য: নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে একটি পদ্ধতি নির্ধারণে এবং পদ্ধতিটি বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য: একইরকম ভাবে স্থানীয় পর্যায়ে অর্থাৎ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে (০৩টি সিটি কর্পোরেশন ও ১০০ টি পৌরসভা) একটি পদ্ধতি নির্ধারণে এবং পদ্ধতিটি বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

তৃতীয় উদ্দেশ্য: স্থানীয় সরকার নির্দেশিকা বাস্তবায়ন এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে পাঁচটি পৌরসভাকে মডেল পৌরসভা হিসাবে উপস্থাপনে সহায়তা করা ।

চতুর্থ উদ্দেশ্য: নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি শক্তিশালীকরণে সহায়তা প্রদান করা।

কার্যক্রম: উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়নে আমরা নিম্নক্ত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করেছি। এবং তার মাধ্যমে নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে কতোটা সফলতা অর্জন করা গেছে সেটি এবার আমরা আলোচনা করবো।

প্রথম উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়নের জন্য আমরা জাতীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ, মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ম্যাব) এবং মেয়র এলাইন্স ফর হেলদি সিটিস'র সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি।

সফলতা: নির্দেশিকাটি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ এর কেন্দ্রীয় মনিটরিং টিম এর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। মনিটরিং কমিটির মিটিং নিয়মিতকরণ করা সম্ভব হয়েছে। এইড ফাউন্ডেশনের কারিগরি সহায়তায় মনিটরিং কমিটি একটি রিপোর্টিং ফরমেট তৈরি করে। অত:পর ফরমেটটির হার্ডকপি সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রেরণ করা হয় স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে। একইসাথে এটি অনলাইনে আপলোড করা এবং মূল ফরমেটটির প্রধান ২/৩ টি কলাম কেন্দ্রীয় এমআইএস সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে রিপোর্টিং সিস্টেম সচল করাটি নিশ্চিত করেছে। বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস, ২০২৪ পালনের জন্য এই প্রথমবারের মতো স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করে চিঠি প্রেরণ করে।

একইভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলো নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করে সেই লক্ষ্যে মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ম্যাব) এবং মেয়র এলাইন্স ফর হেলদি সিটি, বাংলাদেশ (এমএএইচসি) এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা হয়। উভয় প্লাটফর্মের নেতৃত্বের সাথে দ্বিপাক্ষিক ও জুম অনলাইনে সম্বিলিত সভা অনুষ্ঠিত করার মাধ্যমে মেয়রদেরকে নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নের জন্য সংবেদনশীল করা হয়। ফলশ্রুতিতে **১০০ জন মেয়রের** সাথে সম্পর্ক স্থাপন হয়। গত অর্থ বছরে (২০২৩-২০২৪) তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য **৩ টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩০ টি পৌরসভা** বাজেটে সর্বমোট ৩০,২০০০০ (ত্রিশ লাখ বিশ হাজার টাকা) বরাদ্দ রাখে। চলতি নতুন অর্থ বছরে **৩ টি সিটি কর্পোরেশন ও ৭০ টি পৌরসভা** তামাক নিয়ন্ত্রণে স্বতন্ত্র বাজেট বরাদ্দ রেখেছে। ৩ টি সিটি কর্পোরেশন ৩০ টি পৌরসভা তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে নির্দেশিকাটি আপলোড করেছে। ১১ টি পৌরসভা গত অর্থবছরে ২০৩৭ টি লাইসেন্স ইস্যু করেছে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতাদের অনুকূলে। এর থেকে রাজস্ব আয় অর্জিত হয়েছে ১০,১৮,৫০০ (দশ লাখ আঠারো হাজার পাঁচ শত টাকা)। এর ভিত্তিতে এই সকল পৌর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

আমরা এফসিটিসি অনুচ্ছেদ ৫.৩-এর উপর গুরুত্বারোপ করে একটি নির্দেশিকা গ্রহণ করার বিষয়ে মেয়রদের সাথে আলোচনা করেছি এবং তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছি। ইতিমধ্যে ২২টি পৌরসভা এই নির্দেশিকা গ্রহণ করেছে এবং একটি সিটি কর্পোরেশনের সাথে আরও ১০টি পৌরসভা শীঘ্রই এটি গ্রহণ করতে যাচ্ছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে স্থায়ীত্বশীল কাজে পরিণত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বরাদ্দকৃত বাজেট এর একটি অংশ যাতে স্থানীয় তামাক বিরোধী সংগঠনের অনুকূলে বরাদ্দ দেয় তার জন্য একটি ব্রিফ পেপার তৈরি করা হয়। তার আলোকে ইতিমধ্যেই তিনটি পৌরসভা স্থানীয় তামাক বিরোধী সংগঠনকে ২,৩৫,০০০ (দুই লাখ পয়ত্রিশ হাজার টাকা) বরাদ্দ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে স্থানীয় তামাক বিরোধী সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সংগঠনগুলোকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

১ জন সিটি কর্পোরেশন ও ৩০ জন পৌর মেয়রের উপস্থিতিতে দুই দিনব্যাপী মেয়র এলাইন্স ফর হেলদি সিটিস'র ৩য় সামিট অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে এইড ফাউন্ডেশন কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। স্বাস্থ্যসম্মত নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষত তামাক নিয়ন্ত্রণের উপর গুরাত্বারোপ করে সামিটটি অনুষ্ঠিত হয়। সামিটে অংশগ্রহণকারী মেয়রগণ যৌথ ইস্তেহার ঘোষণা করেন। একই সাথে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর করেন। তার ধারাবাহিকতায় তারা তাদের নির্বাচনী এলাকায় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ফাউন্ডেশন কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে।

এনআইএলজি তাদের উদ্যোগে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মেয়র এবং পৌর নির্বাহী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তার আলোকে তাদের অংশগ্রহণে নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে কিছু কর্মপরিকল্পনা ও নির্দেশনা প্রদান করেছে। উক্ত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলি মেয়র এলাইন্স এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং প্রতিবেদন প্রেরণের ক্ষেত্রে এইড ফাউন্ডেশন কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে।

জরিপ ও হস্তক্ষেপ: আমরা ৫টি পৌরসভায় তামাক বিক্রেতাদের উপর ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করেছি। পাঁচটি পৌরসভা হল: **১) ঝিনাইদহ ২) সাতক্ষীরা ৩) হরিণাকুন্ডু ৪) মনোহরদী এবং ৫) সিংড়া**। ডিজিটাল এ্যাপস এর মাধ্যমে প্রশ্নাবলী করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তথ্যসমূহ ব্যবহার করার জন্য একটি সার্ভারে তথ্যসমূহ সংরক্ষণ করা হয়েছিল। এটি তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার সহায়তায় তথ্য সংগ্রহের জন্য স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে ডিজিটাল গবেষণা ছিল। ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস এর প্রযুক্তিগত সহায়তা ছিল। এটি পরিচালনায় পৌরসভাগুলো সহায়তা প্রদান করে। বেসলাইন তথ্য সংগ্রহের পরে, আমরা প্রয়োজনীয় বিষয়ে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছি যেখানে সেটির প্রয়োজন হয়েছে।

আমাদের সহায়তার জায়গাগুলো ছিলো ১) এলজিআই গাইডলাইন বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা ২) লাইসেন্স গ্রহণের জন্য তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতাদের মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা প্রদান এবং শহরে মাইকিংয়ের মাধ্যমে সমস্ত বিক্রেতাদের পৌরসভাগুলোর এ বিষয়ে গণবিজ্ঞপ্তি প্রচারণায় সহায়তা ৩) সমস্ত তামাক বিক্রেতাকে তাদের বিবরণসহ চিহ্নিত করা ৪) তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতাদের লাইসেন্সিং ব্যবস্থার আওতায় আনতে শুরুতে সহায়তা প্রদান করা ৫) তাদের বার্ষিক বাজেটে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য পৃথক বরাদ্দ রাখতে সহায়তা করা ৬) নির্দেশিকাটি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলো পৌরসভার নিজস্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করতে সহায়তা করা ৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় বন্ধ ও অপসারণের লক্ষ্যে বিক্রয়কেন্দ্র সনাক্তকরণ এবং অপসারণে সহায়তা প্রদান করা হয়। এই সময়টিতে আমরা একাধিকবার মেয়র অফিস এবং এলাকা পরিদর্শন করেছি এবং মেয়র ও তার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে বেশ কয়েকবার মিটিং করেছি। এর পাশাপাশি আমরা এলজিআই নির্দেশিকাটি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে বৈঠক করেছি।

সাফল্য: এই ৫টি মডেল পৌরসভা থেকে আমরা তামাক বিক্রেতাদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছি। এই সংরক্ষিত তথ্যভান্ডারে আমরা বিক্রেতাদের (দোকানের মালিকের) নাম, দোকানের নাম,অবস্থান, মোবাইল ফোন নম্বর, অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও লঙ্ঘনের পরিস্থিতি, এই দোকানগুলোতে কি ধরণের তামাকজাত দ্রব্য পাওয়া যায়, দোকানের পার্শ্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এবং তামাক বিক্রেতার লাইসেন্স পরিস্থিতির তথ্য সংগ্রহ করেছি। বেজলাইন মোট বিক্রেতার সংখ্যা ছিল ১৩৮৪ এবং এ্যান্ডলাইনে এটি ছিল ১৩৮৪। এই দোকানগুলোর মধ্যে, উভয় সময়েই অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও লঙ্ঘন পাওয়া গেছে তবে এ্যান্ড লাইনে এর মধ্যে বড় ধরণের পার্থক্য রয়েছে।

চার্ট ১: ৫ টি পৌরসভায় তামাক বিক্রেতা এবং অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও লঙ্ঘনের পরিস্থিতি

চার্ট ১ এ, আমরা বেজলাইন এবং এ্যান্ডলাইনের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি। বেজলাইন জরিপ প্রতিবেদনগুলি টাস্কফোর্স সদস্য, স্থানীয় প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে অবগত করা হয়েছিল। টাস্কফোর্স সদস্য এবং স্থানীয় প্রশাসন অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও লঙ্ঘন দূর করতে এই প্রতিবেদনটি অনুসরণ করে এবং মেয়র অফিস তামাক বিক্রেতা লাইসেন্স নিশ্চিত করতে এই প্রতিবেদনটি ব্যবহার করেছিল। এক বছরে এই সময়ে এই পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

চার্ট-২: কি ধরণের বিজ্ঞাপন লঙ্ঘন তামাকজাত দ্রব্যের দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেছে

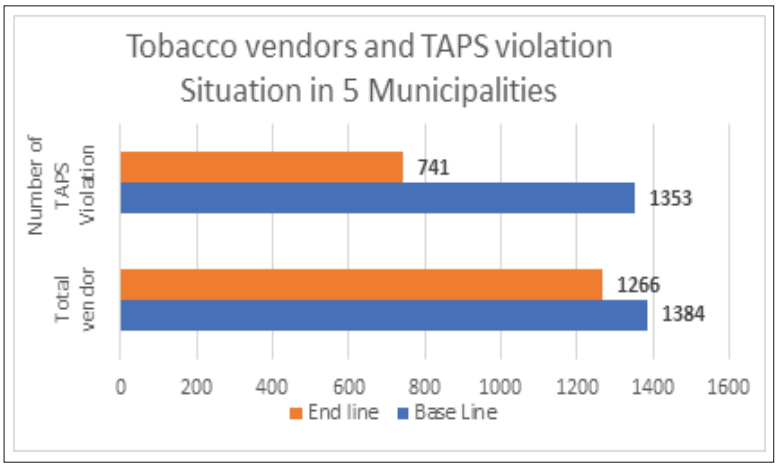

আমরা বেজলাইনের সময় ১০ ধরণের লঙ্ঘন পেয়েছি এবং ইন্টারভেনশনের পর তা হ্রাস পেয়ে ৬ প্রকারে নেমে এসেছে।

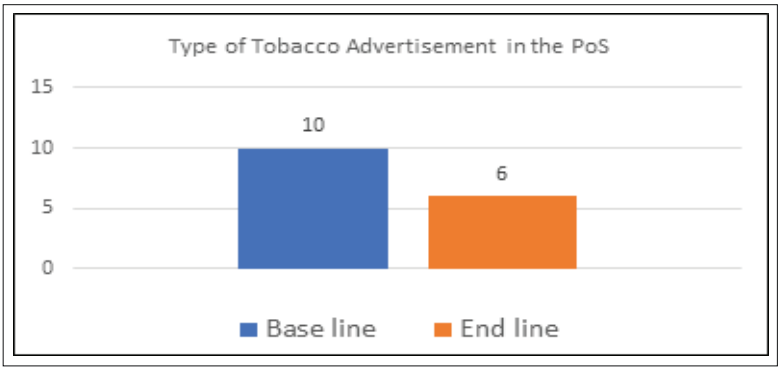

চার্ট - ৩: অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও লঙ্ঘনের পরিস্থিতি

অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও লঙ্ঘনের ধরণের বন্টন চার্ট - ৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে। তামাকজাত

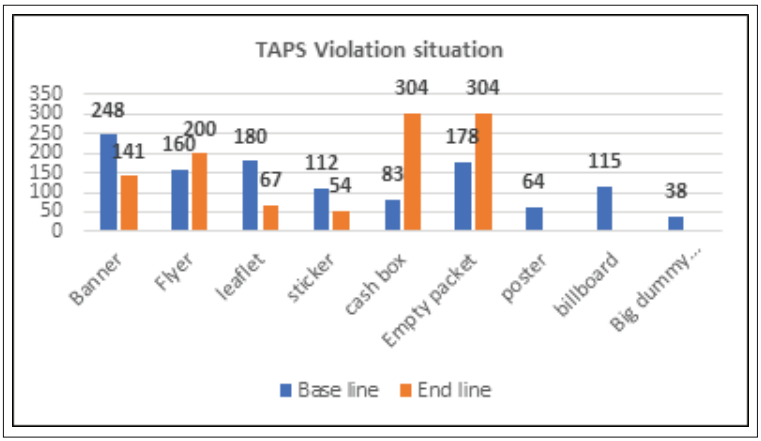

দ্রব্যের অবৈধ বিজ্ঞাপন লঙ্ঘনের ধরণ বেজলাইন থেকে এ্যান্ডলাইন এই সময়ের মধ্যে কমে আসে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে। দোকানে স্টিকার লাগানো সহজ, তাই তামাক কোম্পানির লোকেরা এটি প্রধাণত রাতে করে।

চার্ট - ৪: তামাক বিক্রেতাদের লাইসেন্স গ্রহণের পরিস্থিতি

চার্ট-৪ এ: তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রেতাদের লাইসেন্সিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং ভাল পরিমাণে বাড়ছে। এটি কর্তৃপক্ষ এবং বিক্রেতাদের জন্য একটি খুব নতুন ধারণা কিন্তু কঠোর হস্তক্ষেপের কারণে এটি শুরু হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ এটিকে তামাক বিক্রেতাদের নিয়ন্ত্রণের

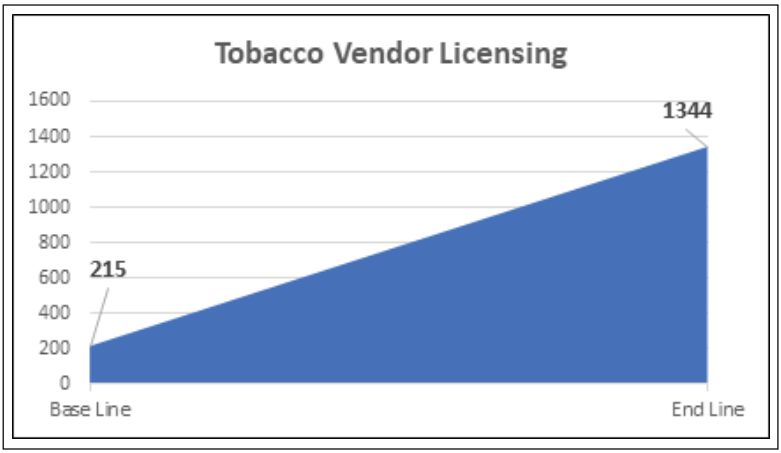

একটি কার্যকর উপায় হিসাবে গ্রহণ করছে একই সাথে রাজস্ব আয়ে সহায়ক হচ্ছে। এই লাইসেন্স একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি আয়ের উৎস।

উল্লেখ্য যে এই পাঁচটি মডেল পৌরসভার ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন পৌরসভা তাদের নিজস্ব বাজেটে এইড ফাউন্ডেশনকে কার্যক্রমটি সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করেছে। এইড ফাউন্ডেশনের এই বিষয়ে বিশেষ কারিগরি দক্ষতা অর্জিত হওয়াতে যে সমস্ত পৌরসভা কাজটি সম্পাদন করার জন্য অনুরোধ করেছে সেগুলো সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

উপসংহারঃ আমরা সবাই জানি, সমগ্র বাংলাদেশ কোন না কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতায়। এর বিভিন্ন স্তর আছে। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ। আমরা বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার সাথে কাজ করছি এবং আমরা ইন্টারভেনশনের পরে খুব ভাল পরিবর্তন পেয়েছি। সুতরাং, আমরা দেখেছি যে, তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা একটি কার্যকর হাতিয়ার। তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিস্থিতি বোঝার জন্য জরিপ কার্যক্রমটি অপরিহার্য। পরিস্থিতি জানার পর স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। বিক্রয়কেন্দ্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পর কর্তৃপক্ষ অবৈধ বিজ্ঞাপন অপসারণ করা, বিক্রেতাদের লাইসেন্স এর আওতায় আনা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকার অন্যান্য পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। আমরা আশাবাদী, বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য স্থানের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করার ক্ষেত্রেও একই ধরণের ভূমিকা রাখতে পারবো।

বরিশাল বিভাগে পরিচালিত তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও সফলতা

গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি

১. ভূমিকাঃ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, কিন্তু তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের অপর্যাপ্ত বাস্তবায়ন এবং কার্যকর কৌশলের অভাব সাফল্যকে বাঁধাগ্রস্ত করেছে। এখনও বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের হার শতকরা ৩৫.৩ ভাগ। বাংলাদেশে ধোঁয়াবিহীন তামাকের ব্যবহার সর্বোচ্চ (২৭.৯%) এবং মুখের ক্যান্সারের হার বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে- ২০১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে তামাক ব্যবহার জনিত মৃত্যু ১,৬১,২৫৩ জন যা বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ। বাংলাদেশে বর্তমানে ১৫ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তামাক ব্যবহারজনিত অসুস্থতায় ভুগছে। তামাক ব্যবহার জনিত মৃত্যু ও রোগ-ভোগের কারণে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের ৩০,৫৭০ কোটি টাকা ক্ষতি হয় যা জাতীয় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) শতকরা ১.৪ ভাগ।

গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি বরিশাল বিভাগের ১৮টি পৌর এলাকায় 'বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াসমূহ জোরদারকরণ' শীর্ষক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে- বরিশাল বিভাগের ১৮টি পৌর এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা যাতে করে তারা তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য এলজিআই নির্দেশিকা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহ পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন, ডকুমেন্টেশন এবং সার্বিক সহায়তা প্রদান করতে পারে। যাহোক, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পৌর মেয়র ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মীদের সাথে একটি সুন্দর ও কার্যকর সমন্বয় প্রক্রিয়া তৈরি হয়েছে যাতে করে পরিকল্পনা মাফিক প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ সুসম্পন্ন করা সহজতর হয়।

২. সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্বঃ

বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বড় ধরণের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে। যেহেতু তারা একটি তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে, সেহেতু এই নির্দেশিকাটি যথাযথ বাস্তবায়নে তাদেরও দায় রয়েছে। অনেক পৌর মেয়র তামাক নিয়ন্ত্রণে অনেক ভাল উদ্যোগ গ্রহণ করলেও অনেকে আবার তামাক দ্রব্য বিক্রয়স্থলের জন্য বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণের ব্যাপারে নিরুৎসাহ বোধ করেন। এক্ষেত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যেমন- তামাক দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রকে লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা এবং তাদেরকে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণের বিষয়ে চিঠি দেয়া। এতে করে প্রত্যেক পৌরসভার বাৎসরিক রাজস্ব বাড়বে (৩-৪ লাখ টাকা) যা স্বনির্ভরতায় সহায়ক হবে। অধিকন্তু, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কর্তৃক বিজ্ঞাপন অপসারণ, তামাক দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রের মালিকদেরকে তামাক আইনের পরিপন্থি কাজ না করার ব্যাপারে কাউন্সেলিং করা, যেমন তাদের দোকানে কোনো ধরণের তামাকের বিজ্ঞাপন না রাখা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সাথে সভা ও কর্মশালা পরিচালনা করা। বর্তমানে পরিচালিত তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে মেয়র ও কাউন্সিলরদের স্ব-উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেছে। তারা অনেকাংশে তাদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

৩. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার উন্নয়নঃ

তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে প্রকল্পের অধীনে ১৮টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এসব কর্মশালার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, কার্যক্রম মনিটরিং ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। এসব কর্মশালায় প্রকল্প কর্মএলাকার ৩৫৯ জন্য অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে কর্ম এলাকার ১৭ জন পৌর মেয়র ও ২১৬ জন কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন। এসব কর্মশালা বাস্তবায়নের ফলে পৌর মেয়র, কাউন্সিলর ও পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকার বাস্তবায়ন ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশিকা গ্রহণ করেন। এছাড়া, তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকার বাস্তবায়ন ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সাথে যৌথভাবে অ্যাকশনধর্মী কার্যক্রম গ্রহণের ব্যাপারে ১৮টি যৌথ সভা আয়োজন করা হয়। অধিকন্তু, প্রকল্প এলাকায় তামাক আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণ ও মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে সার্বিক সহায়তার জন্য ১৮টি কর্ম এলাকার স্বস্ব মেয়রদেরকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করা হয়।

৪. তামাক নিয়ন্ত্রণে সফলতা ও প্রাপ্তি :

৪ক. তামাক দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রসমূহকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লাইসেন্সিং এর আওতায় আনা

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে প্রকল্পের মাধ্যমে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা

হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো- প্রতিটি তামাক দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্রকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণ, জনস্বাস্থ্য কর আরোপ ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ ইত্যাদি। এছাড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন- স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও হাসপাতালের ১০০ মিটারের কোনো তামাক দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্র থাকলে তা অপসারণ করা ও তামাকমুক্ত এলাকা ঘোষণা করা। প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের এসব কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ছিল- প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত ৯৯৯৩টি তামাক দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রকে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণের বিষয়ে নোটিশ প্রদান ও এ বিষয়ে প্রকল্প কর্মএলাকার মেয়রবৃন্দ কর্তৃক পৌর এলাকায় মাইকিং করা যাতে করে অবিলম্বে সকল তামাক দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্র বাধ্যতামূলকভাবে লাইসেন্স গ্রহণের বিষয়ে উদ্যোগী হন। ইতিমধ্যে ১৮টি কর্ম এলাকার মধ্যে ১০টি পৌরসভা তামাক দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রকে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণের বিষয়ে নোটিশ প্রদান করেছে এবং মোট ২,৩৪৭ টি তামাক দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্র লাইসেন্স গ্রহণ করেছে।

ভাণ্ডারিয়া পৌরসভা
ভাণ্ডারিয়া, পিরোজপুর

চিত্র-১: পৌর মেয়র কর্তৃক লাইসেন্স গ্রহণের নির্দেশিকা

৪খ. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, তামাক দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্রকে লাইসেন্সিং এর আওতায় নিয়ে আসা ও কর আরোপ বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় পৌরসভার কর ও লাইসেন্স বিভাগের কর্মীদের জন্য মোট ১৮টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

এছাড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন-স্কুল, কলেজ, মাদ্রসা ও হাসপাতালের ১০০ মিটারের কোনো তামাক দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্র থাকলে তা অপসারণ করার বিষয়ে তাদেরকে দিক-নির্দেশনামূলক স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করা হয়।

চিত্র-২: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ কর্মশালা

উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-র অনুচ্ছেদ ৮-১ এ বলা হয়েছে- যদি কেউ তামাক দ্রব্য বিক্রয় করতে চায় তাহলে তাদেরকেও বাধ্যতামূলকভাবে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। যাহোক, প্রকল্প এলাকায় আয়োজিত ১৮টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে মোট ৮৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যাতে করে তারা

প্রত্যেকে তামাক দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রকে লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে সক্ষমতা অর্জন করতে পারেন। এই কার্যক্রমের আওতায় ১৮টি এলাকায় লাইসেন্স প্রদান বাবদ মোট ৮,০৬,৩০০ টাকা সংগৃহীত হয়েছে।

৪গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন- স্কুল, কলেজ, মাদ্রসা ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে থাকা তামাক দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্র অপসারণ

বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ধরণের ভূমিকা পালন করেছে। জেলা ও উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটি ও স্থানীয় বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে পৌর মেয়রগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন- স্কুল, কলেজ, মাদ্রসা ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে থাকা তামাক দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্র অপসারণের উদ্যোগ নিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-র অনুচ্ছেদ ৮-৫ এ বলা হয়েছে- সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আশপাশে ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য কোনো লাইসেন্স প্রদান করা যাবে না। এ বিষয়ে ১৮টি কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে পৌর মেয়র, কাউন্সিলর ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টরসহ মোট ২১৬ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যাতে করে তারা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে থাকা তামাক দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্র অপসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। এরই ধারাবাহিকতায় কর্ম এলাকার মোট ৯৯৯৩ টি তামাক দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্র নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।

৪ঘ. তামাক দ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন অপসারণ এবং তামাক দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রকে ভবিষ্যতে জরিমানা করার বিষয়ে সতর্কীকরণ

তামাক দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের তামাক দ্রব্য বিক্রয়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন ও প্রচার করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে-সিগারেট, বিড়ি, গুল ইত্যাদি। এসব বিজ্ঞাপন বিক্রয়কেন্দ্রের দেয়ালে কিংবা দোকানের সামনে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এটি কখনো বিক্রয়কেন্দ্রের মালিকদের সম্মতিতে আবার কখনো বা তাদের সম্মতি ছাড়া সঙ্গোপনে লাগানো হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তামাক দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ বাজারে এসে বিক্রয়কেন্দ্রের মালিকদের অনুপস্থিতিতেই এসব বিজ্ঞাপন লাগিয়ে থাকে।

চিত্র-৩: নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তামাক দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্রে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

অধিকাংশ বিক্রয়কেন্দ্রের মালিকগণ তামাক দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন ও প্রচার করাটা যে তামাক আইনের পরিপন্থি কাজ এবং এ ব্যাপারে যে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে জরিমানার

বিধান রয়েছে সে বিষয় মোটেই অবগত নন। যাহোক, তামাক দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের ঘটনা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের আওতায় তামাক দ্রব্যের বিজ্ঞাপন অপসারণের বিষয়ে পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টরগণ মোট ২,৯৫৬টি তামাক দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। প্রকল্প এলাকার ৪২ জন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোট ৬,৯০৮টি বিজ্ঞাপন অপসারণ করেন। তারা তাদের পরিদর্শনের সময় তামাক দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রের মালিকদেরকে ভবিষ্যতে তাদের বিক্রয়কেন্দ্রে কোনো প্রকার বিজ্ঞাপন না লাগানোর বিষয়ে সতর্ক করেন এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে এ বিষয়ে জরিমানার বিধান রয়েছে বলে তাদেরকে অবহিত করেন।

৪৬. তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থ বরাদ্দ

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্প এলাকার পৌর মেয়রগণ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অর্থ বরাদ্দ বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে পিরোজপুর পৌর মেয়র তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ৫০,০০০ টাকা অর্থ বরাদ্দ রেখেছেন। এছাড়া, কুয়াকাটা পৌর মেয়র তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ রেখেছেন। অন্যান্য পৌর মেয়রগণ যেমন- ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর, ভান্ডারিয়া ও নলছিটির মেয়রগণ তামাক নিয়ন্ত্রণে অর্থ বরাদ্দের পরিকল্পনা করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে পৌর মেয়রবৃন্দ কর্তৃক একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

কেস: সিভিল সোসাইটি অ্যাকশন কমিটি, পিরোজপুর

বরিশাল বিভাগের একটি উপকূলীয় জেলা পিরোজপুর। এই জেলায় মোট ৭টি উপজেলা রয়েছে যার একটি আমাদের পিরোজপুর সদর উপজেলা। উপকূলীয় এলাকা হওয়াতে অতীতে আমাদের এলাকায় একসময় অনেক বেশি তামাকজাত দ্রব্যের পণ্যের ব্যবহার ছিল। বর্তমানে তামাক দ্রব্য ব্যবহারের মাত্রা অনেকখানি কমে এসেছে। আমরা গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির সহায়তায় ২০১৮ সাল থেকে এলাকার সকল সমাজসেবী গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে *'সিভিল সোসাইটি অ্যাকশন কমিটি'* নামে একটি *'তামাক নিয়ন্ত্রণ ওয়াচডগ কমিটি'* গঠন করেছি এবং এই কমিটির মাধ্যমে পিরোজপুর পৌর এলাকার দোকানগুলোতে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা আমাদের পৌরসভার অন্তর্গত দোকানগুলোতে তামাক কোম্পানি যাতে তামাকজাত দ্রব্যের কোনোপ্রকার বিজ্ঞাপন প্রচারণা চালাতে না পারে সেই লক্ষ্যে আমরা স্থানীয় সরকার, তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটি ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছি। মনিটরিং কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে আমরা পৌরসভার সকল দোকানকে (৯০৭টি দোকান) অনলাইন সারভেইল্যান্স সিস্টেমের আওতায় আনতে পেরেছি। এটি আমাদের কাজের একটি বড় অর্জন। এছাড়া, আমরা সকল তামাক দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্রকে লাইসেন্সের আওতায় আনার চেষ্টা করছি এবং স্কুল ও হাসপাতালের নিকটস্থ দোকানগুলোকে অপসারণের উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা এলাকায় মাইকিং করে সর্বসাধারণকে বলেছি- অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাছে কোনোভাবেই যেন সিগারেট ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা না হয়। আমরা স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় করে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ সকল ধরনের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করছি। আমাদের শহরকে তামকমুক্ত করার এই সামাজিক আন্দোলনে স্থানীয় সরকারের পক্ষ থেকে আমরা সার্বিক সহায়তা পেয়েছি। আমাদের সুপারিশে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে পিরোজপুর পৌরসভা ৫০,০০০ টাকা অর্থ বরাদ্দ রেখেছে। তাদেরকে আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন। আমরা আশা করছি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের এলাকায় সম্পূর্ণভাবে তামাক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবো। তৈরি হবে তামাকমুক্ত আর স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বাসযোগ্য এক নতুন শহর- আমাদের প্রিয় পিরোজপুর।

- ***রফিকুল ইসলাম পান্না**, নির্বাহী পরিচালক, পিপলস ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (পিডিএফ) ও সদস্য সচিব, সিভিল সোসাইটি অ্যাকশন কমিটি, পিরোজপুর।*

সুতরাং, বরিশাল বিভাগের মত সারা বাংলাদেশে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য যত্রতত্র বিক্রয় বন্ধ ও তামাক দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে তাদেরকে আরও সোচ্চার হতে হবে। স্কুল, কলেজ ও হাসপাতালের ১০০ মিটারের মধ্যে থেকে সকল তামাক বিক্রয় কেন্দ্র অপসারণ করতে হবে। সেইসাথে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে তামাক সেবনের কুফল ছড়িয়ে দিতে হবে। স্থানীয় মেয়র, কাউন্সিলরগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিদর্শন করে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বসে এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে গ্রহণ করতে হবে করতে হবে সৃষ্টিশীল উদ্যোগ।

চিত্র-৪: স্কুলের ১০০ মিটারের মধ্যেতামাকমুক্ত এলাকা চিহ্নিত করা

৪চ. তামাক দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের ঘটনা মনিটর করার বিষয়ে 'সিভিল সোসাইটি অ্যাকশন কমিটি' কার্যক্রম

গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির ১৮টি পৌর প্রকল্প কর্ম এলাকায় তামাক দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের ঘটনা মনিটরিং করার লক্ষ্যে সিভিল সোসাইটি একশন কমিটি গঠন করা হয়। এলাকার শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবক, নারী নেত্রী ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে মোট ২১ জন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি প্রতিমাসে একবার করে বসে তামাক নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতি ও তামাক দ্রব্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নেতিবাচক প্রচারণা ও কূট-কৌশল বিষয়ে আলোচনা করেন। সিভিল সোসাইটি একশন কমিটি তামাক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক টাস্কফোর্স কমিটির সাথে সরাসরি কাজ করে থাকে যাতে করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তামাক ব্যবহার বিষয়ে বিজ্ঞাপন প্রচারণা বন্ধ ও মোবাইল কোর্টের আয়োজন সম্পন্ন করা যায়। তামাক আইনের কোনো প্রকার লঙ্ঘন হচ্ছে কিনা সেটি মনিটরিং করার জন্য সিভিল সোসাইটি অ্যাকশন কমিটি নিয়মিতভাবে এলাকার তামাকদ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করে থাকেন। সেই সাথে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট আয়োজনের বিষয়ে সার্বিক সহায়তা করে থাকেন।

৪ছ. তামাক দ্রব্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ও তামাক দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্রে তামাক দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের বিষয়সমূহ মনিটর করার লক্ষ্যে অনলাইন সারভেইল্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা

তামাকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত ১৮টি পৌর এলাকায় তামাক দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের বিষয়সমূহ মনিটরিং করার লক্ষ্যে অনলাইন সারভেইল্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অনলাইন সারভেইল্যান্স কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত এসব তথ্য মোবাইল অ্যাপস-এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে যেখানে বিক্রয়কেন্দ্রের ঠিকানা, জিপিএস লোকেশন, বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের বিভিন্ন ধরণ সন্নিবেশিত থাকে। কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়ে ১২টি পৌর এলাকায় ৬,৮২০টি বিক্রয়কেন্দ্রে মোট ২১,৮১০টি বিজ্ঞাপন অনলাইন সারভেইল্যান্স কার্যক্রমের আওতায় রেকর্ড করা হয়।

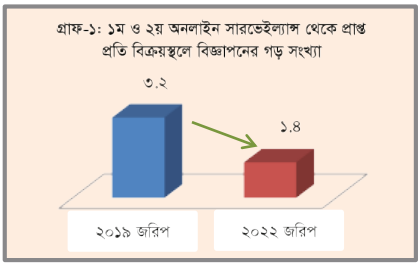

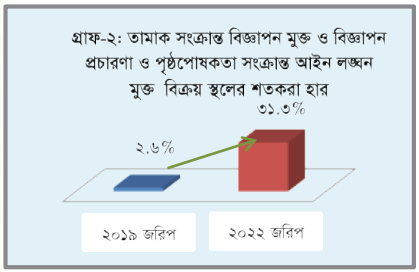

দ্বিতীয় পর্যায়ে মোট ৯৯৯৩টি তামাক দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রকারের মোট ১৪,১৫৩টি বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়। আইন লঙ্ঘনের এসব তথ্য প্রিন্ট করে ডিরেক্টরি আকারে পৌর মেয়রদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এসব ডিরেক্টরির তথ্যের ভিত্তিতে পৌর মেয়র ও কর কর্মকর্তাগণ তামাকদ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্রের লাইসেন্স বরাদ্দের বিষয়ে পরিকল্পনা করে থাকেন।

৫. ২০১৯ ও ২০২২ সালে সংঘটিত অনলাইন সারভেইল্যান্স কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত ফলাফল:

২০২২ জরিপ ২০২২ সালে ১৮টি পৌর এলাকায় তামাক দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের বিষয়সমূহ মনিটরিং করার লক্ষ্যে অনলাইন সারভেইল্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত অনলাইন সারভেইল্যান্স কার্যক্রমের মাধ্যমে মোট ৯,৯৯৩টি তামাকদ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রকারের মোট ১৪,১৫৩টি বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়। প্রতি বিক্রয়কেন্দ্রে গড়ে ১.৪ টি করে বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়। যাহোক, ২০১৯ সালে অনলাইন সারভেইল্যান্স কার্যক্রমের আওতায় প্রথম পর্যায়ে ১২টি পৌর এলাকায় ৬,৮২০টি বিক্রয়কেন্দ্র থেকে মোট ২১,৮১০টি বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের বিষয় রেকর্ড করা হয়। উক্ত সময় প্রতি বিক্রয়কেন্দ্রে গড়ে ৩.২ টি করে বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়।

বিক্রয়কেন্দ্রে বিজ্ঞাপন কমে যাওয়ার হার ছিল ৫৫.৬%। লক্ষণীয় বিষয় হলো- ২০২২ সালে অনলাইন সারভেইল্যান্স কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্যায়ে অনেক কেন্দ্রে একটি বিজ্ঞাপনও পাওয়া যায়নি, যা পরিকল্পিতভাবে গৃহীত একটি কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার ফলেই সম্ভবপর হয়েছে। আরও লক্ষণীয় যে, ২০১৯ সালে যেখানে বিজ্ঞাপনমুক্ত তামাক দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্রের হার ছিল ২.৬%, সেখানে ২০২২ সালে এই হার বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৩১.৩।

৬. তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত সফলতা ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ সফলতা প্রকল্প এলাকায় ৩২টি মোবাইল কোর্ট আয়োজনে সহায়তা করা হয়েছে। জুলাই ২০২৪ সাল নাগাদ মোট ৭,৬২৮টি তামাক দ্রব্যের বিক্রয় কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে:

তামাক দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্রের জন্য লাইসেন্স বরাদ্দের বিষয়ে প্রকল্প এলাকার ১৮ জন পৌর মেয়রকে নোটিশ জারি করার ব্যাপারে সচেতন করা হয়েছে, ইতোমধ্যে ১০ জন লাইসেন্স গ্রহণের ব্যাপারে নোটিশ জারি করেছেন।

- প্রতি বিক্রয়কেন্দ্রে বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের হার ৩.২% থেকে কমে ১.৪% হয়েছে ।
- প্রকল্প এলাকার ২,৩৪৭টি বিক্রয়কেন্দ্রে তামাক দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যাপারে স্থানীয় সরকার থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করেছে।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

- প্রকল্প এলাকার জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে পৌর মেয়রগণ নিয়মিত আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে পৌর মেয়র ও স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাগণ অধিকতর সচেতন হয়েছেন এবং তারা তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছেন।
- পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টরগণ তামাক দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্রে তামাক দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের বিষয়সমূহ মনিটরিং করার ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা রাখছেন এবং আইন লঙ্ঘনের বিষয় প্রতিহত করার ব্যাপারে নিয়মিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।
- তামাকদ্রব্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বরাবরের মত তামাক দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করে যাচ্ছে।
- সিভিল সোসাইটি অ্যাকশন কমিটি 'ওয়াচডগ' হিসাবে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে উত্তরোত্তর সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও সফলতা
বাংলাদেশ জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব)

জনস্বাস্থ্য রক্ষার লক্ষ্যে এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিতকরণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দায়িত্ব। এই লক্ষ্য পূরণে ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বেসরকারি সংস্থা ও সুশীল সমাজের তামাক নিয়ন্ত্রণে সমন্বিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম নির্দেশিকার বাস্তবায়ন জরুরি। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত তামাক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা আইন বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে দায়বদ্ধ করেছে। যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার ও বিক্রয় কমাতে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, বিক্রেতাকে লাইসেন্স এর আওতাভুক্ত করা হলে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ফলপ্রসু হবে। পাশাপাশি এই নির্দেশিকা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রের মালিকদেরকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবহিত করা ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কর্তৃক বিজ্ঞাপন অপসারণ করা সম্ভব হবে। এছাড়াও তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সভা এবং নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম সক্রিয় করতে পৌর মেয়র ও কাউন্সিলরদের কৌশলগত উদ্যোগ গ্রহণেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রকে লাইসেন্সের আওতায় আনা হলে এবং তাদেরকে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণ করা গেলে প্রত্যেক পৌরসভার রাজস্ব আয় বাড়বে এবং সেইসাথে লাভবান হবে সরকার।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে নাটাব'র কার্যক্রম :

বাংলাদেশ জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) ও স্থানীয় সংগঠন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকার সফল বাস্তবায়নে তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অধীনে ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের ৩টি সিটি কর্পোরেশন ও ৯ টি পৌরসভায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে । তারই ধারাবাহিকতায় ৩টি সিটি কর্পোরেশন ও ৯ টি পৌরসভায় ২৯ টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। পরবর্তীতে এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় মেয়র, কাউন্সিলর ও পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত গাইডলাইন বাস্তবায়নে ডিজিটাল এ্যাপস এর মাধ্যমে তামাকদ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্র থেকে তামাকের বিজ্ঞাপনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যা পরবর্তীতে টাস্কফোর্স কমিটি, ডিসি অফিস, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সংগ্রহকৃত তথ্যের তালিকার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিক্রেতাদের কাছে লাইসেন্স গ্রহণের নোটিশ প্রদান করে।

তামাক নিয়ন্ত্রণে সফলতা ও প্রাপ্তি:

ইতিমধ্যেই তামাক নিয়ন্ত্রণ গাইডলাইন বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেশকিছু কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে, ২২০ টি তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণ করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ও হাসপাতালের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্র থাকলে তা অপসারণ করা, তামাক বিরোধী কার্যক্রমের জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা, পৌরসভার ওয়েব সাইডে গাইডলাইন আপলোড করা, বিভিন্ন সনদে তামাক বিরোধী বার্তা দেওয়া।

কর্ম এলাকায় তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের ঘটনা মনিটরিং করার লক্ষ্যে এলাকার শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে মোট ১২ জন সদস্যের বারটি কমিটি গঠন করা হয়। সিভিল সোসাইটি অ্যাকশন কমিটি তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক টাস্কফোর্স কমিটির সাথে সরাসরি তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ।

কর্ম এলাকার অধীনে টাংগাইলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মডেল পৌরসভার সবগুলো সূচক বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন: প্রতিটি তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্রকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণ করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ও হাসপাতালের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্র থাকলে তা অপসারণ করা,তামাক বিরোধী কার্যক্রমের জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা, পৌরসভার ওয়েব সাইডে গাইডলাইন আপলোড করা, বিভিন্ন সনদে তামাক বিরোধী বার্তা দেওয়া ।

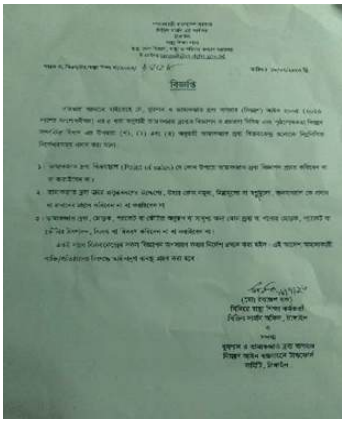

নেত্রকোনা, ত্রিশাল, শ্রীপুর পৌরসভাগুলো খুব শীঘ্রই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ গাইড লাইন বাস্তবায়ন শুরু করবে বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন।

প্রকল্প এলাকার ৩২৪৩ টি তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির নিকট প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকায় ২২০ টি বিক্রয়কেন্দ্র তামাকদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করেছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, নাটাব ও স্থানীয় সংগঠনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মনিটরিং কার্যক্রমের ফলে তামাক নিয়ন্ত্রন আইন গতিশীলতা পেয়েছে। ফলে ২০২২ সালে বিক্রয়কেন্দ্রে বিজ্ঞাপন ছিল ৬৮.৫% এবং ২০২৩ সলে ছিল ৫৭.৮%।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থাসমুহের সমন্বয়ে অনুকরণীয় উদ্যোগ ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট

প্রেক্ষাপট: জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে তামাক একটি বড় বাঁধা। তামাক ব্যবহারের কারণে প্রতি বছর মারা যায় ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ। তামাক চাষ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বছরে প্রায় ৪০ মিলিয়ন হেক্টর জমি এবং ৮ মিলিয়ন থেকে ১১ মিলিয়ন টন কাঠ ব্যবহৃত হয়। তামাকের কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রায় ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা (চিকিৎসা ব্যয় এবং উৎপাদনশীলতা হারানোসহ) ।

তামাকের বহুমাত্রিক ক্ষতি কমিয়ে আনতে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করছে নানামুখী পদক্ষেপ। পাশাপাশি রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয়েরও রয়েছে দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ। বিগত কয়েক বছরে তামাক নিয়ন্ত্রণে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

২০২২ সালে ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস এর সহায়তায় "জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এনআইএলজি)" তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে জনপ্রতিনিধিদের সরাসরি প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করে। এসময় এইড ফাউন্ডেশন ও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টকে উক্ত কাজের সাথে তামাক নিয়ন্ত্রণে অভিজ্ঞ সংগঠন হিসেবে সম্পৃক্ত করে ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস এবং এনআইএলজি।

এনআইএলজি আয়োজিত কর্মসূচিতে ডাব্লিউবিবিসহ স্থানীয় সংগঠনের অংশগ্রহণ

২০২৩ সালে এনআইএলজি ৬৬ টি এলাকায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ মডেল কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কাজের সফলতার কৌশল হিসেবে বেসরকারি সংস্থাসমূহকে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেবার মাধ্যমে গাইড লাইন বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করে। এসময় বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা) এর সচিবালয়ের দায়িত্বপালনকারী সংস্থা "ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট" মাঠ পর্যায়ে কার্যরত বাটার ৬৬টি দক্ষ সংগঠনকে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন ও সম্পৃক্তকরণের ক্ষেত্রে এনআইএলজিকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। একইসাথে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট 'এনআইএলজি' আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিশেষজ্ঞ হিসেবে সংযুক্ত থাকে।

২০২৩ সালে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস এর সহায়তায় "জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান"এর উদ্যোগে এনআইএলজি এর সেমিনার কক্ষে "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" এবং "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার

(নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫" বাস্তবায়ন বিষয়ে বাছাইকৃত ৬৬ টি সংগঠনকে (দুইদিন ব্যাপী) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর সংগঠনসমূহ নিজ নিজ কর্মএলাকার জনপ্রতিনিধিদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করছে। সংগঠনগুলো সরাসরি জনপ্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ এবং স্থায়ীত্বশীল তামাক নিয়ন্ত্রণে "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" অনুসারে উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি প্রদান করে। এসময় ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট নিয়মিত যোগাযোগ, সরাসরি ও অনলাইনে

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর সংগঠনসমূহ নিজ নিজ কর্মএলাকার জনপ্রতিনিধিদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করেন

সভা আয়োজন, তথ্য সরবরাহ এবং পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে এনআইএলজি, জনপ্রতিনিধি ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংগঠনগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরিতে কাজ করে। মাঠ পর্যায়ে জোটের ৫০টি সংগঠনের সাথে সম্মিলিতভাবে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট সরাসরি স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা করে।

সমকাল

তামাক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে ৫ হাজার চিঠি

শেয়ার বিজ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে পাঁচ হাজার চিঠি প্রদান

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গাইড লাইন" এর ৭.২.৭ ধারা অনুযায়ী তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের বাৎসরিক বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি প্রেরণ করে। সারাদেশে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে মোট ৫ হাজার ৪৫৫টি চিঠি প্রেরণ করা হয়। এর মধ্যে ৬১টি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ৪৯৫টি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ৩২৮টি পৌর সভার মেয়র ও ৪ হাজার ৫৭১টি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ করা হয়। ডাকযোগে প্রেরণের পাশাপাশি জোটের স্থানীয় সংগঠনগুলো সরাসরি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হাতে হাতে পৌঁছে দেয়।

"ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট" ২০২২ সালে "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গাইড লাইন" এর (অনুচ্ছেদ ৭.২.৭) অনুসারে বাজেট বরাদ্দের বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে একটি প্রস্তাবনা তৈরি করে। উক্ত প্রস্তাবনাটি মাঠ পর্যায়ে কার্যরত বাটা এর সহযোগী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে

১ তামাক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেট বরাদ্দ এবং কার্যকর ব্যয় জরুরি
২ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

জনপ্রতিনিধিদের কাছে প্রদান করে। পরবর্তীতে সরাসরি এবং জুমের মাধ্যমে প্রস্তাবনাটি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে উপস্থাপন করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর সংগঠনগুলো স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করে "স্থানীয় সরকার নির্দেশিকা" বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোকে মনিটরিং কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করা এবং বরাদ্দ প্রদানের অনুরোধ জানায়।

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এবং এইড ফাউন্ডেশন এর সভা

'ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট' স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞ সংগঠন 'এইড ফাউন্ডেশন' এর সাথে নিয়মিত সভা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও যোগাযোগ করে। উল্লেখিত সংগঠন দুটি নিয়মিত সমন্বয়ের ভিত্তিতে কর্ম এলাকা, জনপ্রতিনিধি ও সংগঠন নির্ধারণের পাশাপাশি সংগঠনগুলোকে গাইড করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সহযোগী সংগঠনগুলোর সাথে সমন্বিতভাবে জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের(এনআইএলজি) মহাপরিচালক, বিভিন্ন জেলার স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক, জেলা এবং উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। সাক্ষাৎকালে-"স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" এর ৭.২.৭ অনুসারে এনআইএলজি এর নিজস্ব বাৎসরিক বাজেটে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য বরাদ্দ প্রদান এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোকে আইন বাস্তবায়নের অবস্থা মনিটরিংয়ের সাথে সম্পৃক্ত করার অনুরোধ জানায়। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৬৬টি সংগঠনের জনপ্রতিনিধিদের সাথে বিভিন্ন কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট 'এনআইএলজি' কে প্রদান করে।

'এনআইএলজি' কে বিভিন্ন কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন প্রদান করে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গাইড লাইন" বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য সরাসরি এবং জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে সভা করে জোটের ৫০টি সংগঠনকে পরামর্শ প্রদান করে। উক্ত পরামর্শ অনুসারে বাটার সংগঠনগুলো জনপ্রতিনিধিদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ ও সভা করে।

জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে সভা

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক তামাক নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ: ৫০টি (বাটা সদস্য) সংগঠনের সাথে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের ধারাবাহিক কাজের ফলশ্রুতিতে ১৯টি ইউনিয়ন পরিষদ এবং ৫ টি পৌরসভা তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়ে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানসমূহের অফিসিয়াল প্যাড, বিভিন্ন লাইসেন্স, প্রত্যয়নপত্র এবং সনদপত্রে ধূমপান বিরোধী সিল ও স্লোগান লাগানো, বাৎসরিক বাজেটে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য আর্থিক বরাদ্দের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদানের পাশাপাশি জোটভুক্ত সদস্যদের সম্পৃক্ত করে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালন করে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার: ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট জোট এর সদস্যদের সহায়তায় বিভিন্ন সময়ে "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গাইড লাইন" বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়মিত প্রচার করে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ডিজিটাল

পোস্টার, টকশো, ছোট ভিডিও ক্লিপ পোস্ট করা হয়। উল্লেখিত কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে তামাক নিয়ন্ত্রণে বরাদ্দ প্রদান, তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংগঠনগুলোকে মনিটরিং কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়।

এক নজরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণে সম্পৃক্ততা বিষয়ে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কার্যক্রম:

১) তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহকে সম্পৃক্তকরণে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর ৬৬টি সংগঠনকে তথ্য ও কারিগরি সহায়তা প্রদান।

২) জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এনআইএলজি) কে তথ্য প্রদান এবং স্থানীয় বেসরকারি

সংস্থাগুলোর সাথে নিয়মিত যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহায়তা।

৩) স্থানীয় সংগঠনকে অর্থ বরাদ্দ দেবার অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাবনা তৈরিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান।

৪) ৫০টি জনপ্রতিনিধিদের সাথে সরাসরি সভা আয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমুহকে (বাটা সদস্য) দিক নির্দেশনা প্রদান।

৫) স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের কাছে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে (৫৪৫৫টি) চিঠি প্রেরণে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৬) স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণে সংবেদনশীল করা ।

৭) ডিজিটাল পোস্টার, টকশো, ছোট ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার।

৮) বাটার সচিবালয়ে আগত স্থানীয় সংগঠনসমুহকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও স্থানীয় সরকার গাইড লাইন বাস্তবায়নে পরামর্শ প্রদান।

৯) অন্যান্য সংস্থা আয়োজিত স্থানীয় সরকারের সাথে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ।

অর্জনঃ

১. জনপ্রতিনিধিরা তামাককে জনস্বাস্থ্যর জন্য হুমকি বিবেচনা করছে এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে মাঠ পর্যায়ের সংগঠনগুলো স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করছে ।

২. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিগণ প্রথমবারের মতো বেসরকারি সংগঠনগুলোকে তামাক নিয়ন্ত্রণে আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করেছে।

৩. "জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এনআইএলজি)" থেকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং বেসরকারি সংগঠনসমূহ প্রথমবার "তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন" ও "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গাইড লাইন" বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ৬ জন জনপ্রতিনিধি বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর মাঠ পর্যায়ে কার্যরত ৬টি সংগঠনকে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি এগিয়ে নেওয়ার জন্য বরাদ্দ প্রদানের বিস্তারিত তথ্যাদি ছকে উল্লেখ করা হলো।

ক্র. নং	বরাদ্দ প্রদানের তারিখ	বরাদ্দ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	বরাদ্দ প্রাপ্ত সংগঠন	পরিমাণ	পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা
১.	৩১/০৩/২০২৪	৬নং জংগল ইউনিয়ন পরিষদ	সমন্বিত প্রমিলা মুক্তি প্রচেষ্টা	২,০০০ টাকা	ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট
২.	০২/০৪/২০২৪	নালিতাবাড়ি পৌরসভা	সবুজ বাংলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা	১০,০০০ টাকা	ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট
৩.	৩০/০৪/২০২৪	৯নং সাতগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ	সৃষ্টি সমাজকল্যাণ সংস্থা	২,০০০ টাকা	ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট
৪.	০৯/০৫/২০২৪	বাসাইল সদর ইউনিয়ন পরিষদ	স্মরনী (মানব উন্নয়ন সংস্থা)	১০,০০০ টাকা	ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট
৫.	১৫/০৫/২০২৪	৬নং আশাশুনি সদর ইউনিয়ন পরিষদ	মৌমাছি	২৫,০০০ টাকা	ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট
৬.	২৯/০৫/২০২৪	১ নং কুশলী সদর ইউনিয়ন পরিষদ	থ্রী স্টার অর্গানাইজেশন	৫,০০০ টাকা	ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশঃ

১. স্থানীয় সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা সম্পর্কে এখনো সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অবহিত নয়। বিষয়টি নিয়ে আরো কাজ করা প্রয়োজন।

২. সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক নজির তৈরি হলেও জেলা এবং উপজেলা পরিষদে এখনো দৃষ্টান্ত তৈরি করা সম্ভব হয়নি। তামাক নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান বাস্তবায়নে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

৩. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য হিসেব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিকে অন্তর্ভূক্ত করা হলেও তারা অনেকেই কমিটিতে তাদের সদস্যপদ এবং করণীয় সম্পর্কে অবহিত নয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহের প্রতিনিধিদের টাস্কফোর্স কমিটির সভাগুলোতে অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৪. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অন্যান্য কাজের সাথে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এবং স্থানীয় বেসরকারি সংস্থাগুলোকে বাজেট বরাদ্দ দিয়ে সম্পৃক্ত করা জরুরি।

৫. তামাক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় প্রশাসনের সম্পৃক্ততার গুরুত্ব ও করণীয় বিষয়সমুহ তুলে ধরে উপকরণ প্রকাশ ও প্রচারে উদ্যোগ গ্রহণ।

৬. তামাক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বাজেট বরাদ্দ এবং সুনির্দিষ্ট খাতে ব্যয় নিশ্চিত করা।

তামাকের কারণে তরুণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য চরম হুমকির মুখে রয়েছে। তরুণদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ও অন্যান্য নেশা জাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে রাখতে খেলাধূলায় নিয়োজিত করার বিষয়ে আমরা মনোনিবেশ করেছি। একইসাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুসারে এবছর বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং আগামীবছর বরাদ্দ আরো বৃদ্ধি করা হবে। স্থানীয় তামাক বিরোধী বেসরকারি সংঠন মৌমাছির নির্বাহী পরিচালক সুশান্ত মল্লিক প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে সহযোগিতা করছে।

– এস. এম. হোসেনুজ্জামান, চেয়ারম্যান, আশাশুনি সদর ইউনিয়ন পরিষদ

২০১২ সাল হতে শেরপুর জেলার সবুজ বাংলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন হিসাবে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করে আসছে। এ কাজের ধারাবাহিকতায় গত এপ্রিল ২০২৪, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের পরামর্শে স্থানীয় সরকার গাইড লাইন বাস্তবায়ন বিষয়ে নালিতাবাড়ী পৌরসভার মেয়র মহোদয়ের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ এবং স্থানীয় সরকার গাইড লাইন হস্তান্তর করা হয়। একইসাথে উক্ত পৌরসভার সাথে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে সভা আয়োজনের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে বেসরকারি সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্তকরণ এবং বাজেট বরাদ্দ রাখার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। জনস্বার্থ বিবেচনায় মেয়র মহোদয় বাজেট বরাদ্দ প্রদানের সম্মতি প্রদান করেন এবং সবুজ বাংলাকে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা প্রচার-প্রচারণার জন্য বরাদ্দ প্রদান করেন। সবুজ বাংলা প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তামাক বিরোধী স্টিকার তৈরি করে বিভিন্ন পাবলিক প্লেস, পরিবহন এবং অন্যান্য জনসমাগম স্থানে স্থাপনের মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

–খন্দকার আব্দুল আলীম, নির্বাহী পরিচালক, সবুজবাংলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা, নালিতাবাড়ী, শেরপুর।

রেফারেন্সঃ

Alam, Syed Mahbubul (2023). IAWER Process for Tobacco Control, Dhaka, Bangladesh.

Bangladesh Bureau of Statistics (2017). Global Adult Tobacco Survey (GATS): Bangladesh 2017, Bangladesh.

Bangladesh Cancer Society, University of Dhaka and Global Cancer Control and Economic and Health Policy Research unit of American Cancer Society and Cancer Research UK (2018). The Economic Cost of Tobacco Use in Bangladesh: A Health Cost Approach, Dhaka, Bangladesh.

Global Tobacco Surveillance System Data. Uruguay Global Youth Tobacco Survey. Fact sheet [Internet]. Global Tobacco Surveillance System Data; 2019 [cited 2021 Nov 5]. Available from: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/ncds/ncd-surveillance/data-reporting/uruguay/uruguay-gyts-2019-factsheet-(ages-13-15)-(final)_508tagged.pdf?sfvrsn=dc6d493a_1&download=true

Guidelines for implementation of Article 13 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control: tobacco advertising, promotion and sponsorship. In: WHO Framework Convention on Tobacco Control: guidelines for implementation Article 5.3; Article 8; Article 11; Article 13. Geneva: World Health Organization; 2009 [cited 2021 Apr 10]. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/75221

www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/prev/handbook14/handbook14-0.pdf Date last updated: 2011.

Ministry of local government, rural development and cooperatives, Government of the peoples' republic of Bangladesh (2021). Guideline for Implementation of Tobacco Control Program of Local Government Institutions, Dhaka, Bangladesh.

World Health Organization (2003). WHO Framework Convention on Tobacco Control, Geneva, Switzerland.

The World Bank. Curbing the epidemic – governments and the economics of tobacco control. http://documents.worldbank.org/curated/en/1999/05/437174/curbing-epidemic-governments-economics-tobacco-control Date last updated: April 25, 2001.

Tobacco control fact sheet [Internet]. Washington, DC: Pan American Health Organization; 2021 [cited 2021 Oct 19]. Available from: https://www.paho.org/en/topics/tobacco-prevention-and-control

World Health Organization (2023), WHO report on the global tobacco epidemic, 2023: protect people from tobacco smoke, ISBN 978-92-4-007716-4 (electronic version) ISBN 978-92-4-007717-1 (print version), p.12.

World Health Organization. Tobacco Fact Sheet (https://www.who.int/docs/default-source/campaigns-and-initiatives/world-no-tobacco-day-2020/wntd-tobacco-fact-sheet.pdf, visited on 25 November 2023).

নীতি প্রস্তবনা

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বেসরকারি সংগঠনসমূহের সফল ভূমিকা এবং ভবিষ্যৎ করনীয়

১. ভূমিকা: সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, কিন্তু এখনও বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের হার শতকরা ৩৫.৩ ভাগ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে- ২০১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে তামাক ব্যবহার জনিত মৃত্যু ১,৬১,২৫৩ জন যা বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ। তামাক ব্যবহার জনিত মৃত্যু ও রোগ-ভোগের কারণে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের ৩০,৫৬০ কোটি টাকা ক্ষতি হয় যা জাতীয় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) শতকরা ১.৪ ভাগ। তামাক চাষ এবং প্রক্রিয়াজাত করার জন্য বছরে প্রায় ৪০ মিলিয়ন হেক্টর জমি এবং ৮ মিলিয়ন থেকে ১১ মিলিয়ন টন কাঠ ব্যবহৃত হয়। তাই এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে তামাক একটি বড় বাঁধা।

তামাকের বহুমাত্রিক ক্ষতি কমিয়ে আনতে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের মাধ্যমে গ্রহণ করছে নানামুখী পদক্ষেপ। পাশাপাশি রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয়েরও রয়েছে দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ। বিগত কয়েক বছরে তামাক নিয়ন্ত্রণে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। ২০২৪ সালে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে উক্ত মন্ত্রণালয়কে এ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০ সালে "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" প্রণয়ন করা হয়। নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৮.১-এ বলা হয়েছে যে, যদি কেউ তামাকদ্রব্য বিক্রয় করতে চায় তাহলে তাদেররকে বাধ্যতামূলকভাবে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৮.৫-এ বলা হয়েছে যে, সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আশপাশে ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য কোনো লাইসেন্স প্রদান করা যাবে না। বাংলাদেশের অনেক সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ ইতিমধ্যেই তাদের সহযোগী এনজিওদের সাথে নিয়ে "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে অনেকক্ষেত্রেই যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করছে।

২. "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" অনুযায়ী বাস্তবায়িত কর্মসূচির সফলতার দৃষ্টান্তসমূহ:

এইড ফাউন্ডেশন বর্তমানে জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এনআইএলজি), ৩টি সিটি কর্পোরেশন ও ৭০ টি পৌরসভার সাথে নির্দেশিকা বাস্তবায়নে কাজ করছে। গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি বরিশাল বিভাগের ১টি সিটি কর্পোরেশন, ১৬টি পৌরসভা এবং ১টি ইউনিয়ন পরিষদ এবং ১৮টি স্থানীয় এনজিওদের সাথে বর্তমানে নির্দেশিকা বাস্তবায়নে কাজ করছে। ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এনআইএলজি), ৬৬ টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের ৬৬ টি সংগঠনের সাথে বর্তমানে নির্দেশিকা বাস্তবায়নে কাজ করছে।

এইড ফাউন্ডেশনের কর্ম এলাকায় নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নের অগ্রগতির ফলে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতাদের লাইসেন্সিং এর আওতায় আনা গিয়েছে, অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচারণা বন্ধ করা গিয়েছে এবং তামাক কোম্পানিগুলোর অবৈধ হস্তক্ষেপ অংনেকাংশে প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে। ২০২০ সালে নির্দেশিকাটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এইড ফাউন্ডেশন রাজশাহী ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন এবং খুলনা বিভাগের ৯ টি সদর পৌরসভায় নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ করে, নির্দেশিকাটি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ এর কেন্দ্রীয় মনিটরিং টিম এর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে। এইড ফাউন্ডেশনের কারিগরি সহায়তায় মনিটরিং কমিটি একটি রিপোর্টিং ফরমেট তৈরি করে। অত:পর ফরমেটটির হার্ডকপি সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রেরণ করা হয় যার ভিত্তিতে ত্রৈমাসিক রিপোর্টিং সিস্টেম সচল করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এছাড়াও এইড ফাউন্ডেশন মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ম্যাব) এবং মেয়র এলাইন্স ফর হেলদি সিটিস, বাংলাদেশ (এমএএইচসি) এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে যাতে বাংলাদেশের সকল পৌরসভা নিজ উদ্যোগে নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নের উদ্যোগী হয়। এইড-এর কর্ম এলাকার ৩ টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩০ টি পৌরসভা গত অর্থ বছরের (২০২৩-২০২৪) বাজেটে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির জন্য সর্বমোট ৩০,২০,০০০ (ত্রিশ লাখ বিশ হাজার টাকা) বরাদ্দ রেখেছে। ইতিমধ্যে ১১ টি পৌরসভা গত অর্থবছরে ২০৩৭ টি লাইসেন্স ইস্যু করেছে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতাদের অনুকূলে। এর থেকে রাজস্ব আয় অর্জিত হয়েছে ১০, ১৮, ৫০০ (দশ লাখ আঠারো হাজার পাঁচ শত টাকা)।

২০২২ সালে ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস এর সহায়তায় "জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এনআইএলজি)" তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে জনপ্রতিনিধিদের সরাসরি প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করে। ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট মাঠ পর্যায়ে কার্যরত বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা) এর ৬৬টি সংগঠনকে এনআইএলজির উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত করতে সহযোগিতা করে। এনআইএলজি থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর সংগঠনগুলো সরাসরি জনপ্রতিনিধিদের সাথে "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" অনুসারে উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে অনেক সভা করে। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা ৭.২.৭ ধারা

অনুযায়ী তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের বাৎসরিক বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখার অনুরোধ জানিয়ে সারাদেশের ৬১টি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ৪৯৫টি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ৩২৮টি পৌরসভার মেয়র ও ৪ হাজার ৫৭১টি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর চিঠি প্রেরণ করা হয়। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট জোট এর সদস্যদের সহায়তায় বিভিন্ন সময়ে "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় পোস্টার, টকশো, ছোট ভিডিও পোস্ট করা হয়। ৬টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর মাঠ পর্যায়ে কার্যরত ৬টি সংগঠনকে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি এগিয়ে নেওয়ার জন্য মোট ৫৪,০০০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করে।

গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির ১৮টি কর্ম এলাকায় ইতিমধ্যেই সকল তামাকজাতদ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্র বা দোকানের জিপিএস স্থান চিহ্নিতকরণসহ ডিজিটাল এবং হার্ডকপি ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। সকল বিক্রয়কেন্দ্র অর্থাৎ প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত মোট ৯৯৯৩টি তামাক দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রকে বাধ্যতামূলক

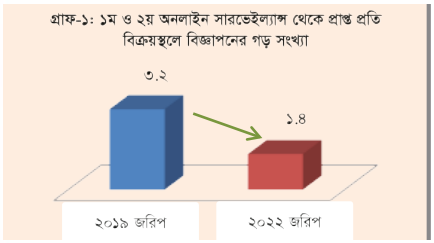

লাইসেন্স গ্রহণের বিষয়ে নোটিশ প্রদান এবং তামাক নিয়ন্ত্রন আইন ভঙ্গ না করা বিষয়ক প্রচার সামগ্রী যেমন লিফলেট, পোস্টার ও স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৮টি কর্ম এলাকার মধ্যে ১০টি পৌরসভা তামাক দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রকে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণের বিষয়ে নোটিশ প্রদান করেছে এবং মোট ২,৩৪৭ টি তামাক দ্রব্য বিক্রকেন্দ্র লাইসেন্স গ্রহণ করেছে। মেয়র মহোদয়দের অনুরোধে বিগত এক বছরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগন ১৮টি এলাকায় ৩৯টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে। পৌরসভাসমূহের অনুরোধে প্রকল্প এলাকার ৪২ জন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোট ৬,৯০৮টি বিজ্ঞাপন অপসারণ করেন। তারা তাদের পরিদর্শনের সময় তামাক দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রের মালিকদেরকে ভবিষ্যতে তাদের বিক্রয়কেন্দ্রে কোনো প্রকার বিজ্ঞাপন না লাগানোর বিষয়ে সতর্ক করেন এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে এ বিষয়ে জরিমানার বিধান রয়েছে বলে সতর্ক করেন। ইতিমধ্যে পিরোজপুর পৌর মেয়র তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ৫০,০০০ টাকা অর্থ বরাদ্দ রেখেছেন। এছাড়া, কুয়াকাটা পৌর মেয়র তামাক নিয়ন্ত্রণে অর্থ বরাদ্দ রেখেছেন। অন্যান্য পৌর মেয়রগণ যেমন- ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর, ভান্ডারিয়া ও নলছিটির মেয়রগণ তামাক নিয়ন্ত্রণে অর্থ বরাদ্দের পরিকল্পনা করেছেন। ২০১৯ ও ২০২২ সালে ১৮টি কর্ম এলাকায় তামাক দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের সংখ্যা বিচারে দেখা যায় যে ২০১৯ সালে প্রতিটি দোকানে গড়ে ৩.২টি সিগারেট-বিড়ির বিজ্ঞাপন ছিল কিন্তু ৩ বছর কার্যক্রম পরিচালনার পর ২০২২ সালে প্রতিটি দোকানে গড়ে ১.৪টি বিজ্ঞাপন ছিল।

বাংলাদেশ জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি (নাটাব) তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সরাসরি কাজ করছে। ৩টি সিটি কর্পোরেশন ও ৯ টি পৌরসভায়

তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রসমূহকে বাধ্যতামূলক লাইসেন্সিং এর আওতায় আনা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ও হাসপাতালের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্র থাকলে তা অপসারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি তামাক বিরোধী কার্যক্রমের জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা, পৌরসভার ওয়েব সাইডে গাইডলাইন আপলোড করাসহ বিভিন্ন সনদে তামাক বিরোধী বার্তা দেওয়ার মাধ্যমে কতৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দকে সংবেদনশীলকরণে অবদান রাখছে।

৩. তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ভবিষৎ করনীয়ঃ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে এইড ফাউন্ডেশন, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, নাটাব এবং ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট-এর দীর্ঘ কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদার ও আরো কার্যকর করার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হলো:

১. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ও ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ লোকাল গর্ভমেন্টকে আরো সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে।

২. প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহের প্রতিনিধিদের টাস্কফোর্স কমিটির সভাগুলোতে অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৩. তামাক নিয়ন্ত্রণে দেশের প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ এবং সুনির্দিষ্ট খাতে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

৪. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং-এ বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট/ বেসরকারি সংস্থাগুলোকে যুক্ত করতে হবে।

৫. স্থানীয় সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে স্থানীয় এনজিও ও সিএসওদের যুক্ত করতে হবে।

৬. স্থানীয় সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রন সেলের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও, গবেষণা সংস্থাকে তামাকের উপর সারচার্জের মাধ্যমে গঠিত তহবিল থেকে অনুদান দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

Policy Brief

Successful Role of Local Government Institutions and Partner NGOs in the Implementation of Tobacco Control Programs and Future Plan

1. Introduction

Considerable progress has been made in tobacco control in Bangladesh in recent years, but the prevalence of tobacco use among adults in Bangladesh is still 35.3 percent. According to the World Health Organization - the number of deaths in 2016 due to tobacco use in Bangladesh is 1,61,253, which is the third highest in the world. A study conducted by the Bangladesh Cancer Society in 2018 found that tobacco use causes an annual loss of Tk 30,560 crore in Bangladesh in terms of death, disability and disease treatment, which is 1.4 percent of the national gross domestic product (GDP). About 40 million hectares of land and 8 to 11 million tons of wood are used annually for growing and processing tobacco. So it is very clear that tobacco is a major obstacle to public health, environment and economic development of Bangladesh.

A concerted effort is needed to reduce the harm of tobacco. The Ministry of Health and Family Welfare is taking versatile steps to control tobacco through the National Tobacco Control Cell (NTCC). Besides, Ministry of Railways, Ministry of Commerce and Ministry of Industry also have exemplary initiatives. The Ministry of Local Government Rural Development and Cooperatives has set an exemplary attempt in tobacco control in the past few years. In recognition of this work, the ministry has been awarded on the World No Tobacco Day, 2024. In 2020, “Guidelines for the Implementation of Tobacco Control Programs by Local

Government Institutions (LGIs)" were formulated. Clause 8.1 of the directive states that if anyone wants to sell tobacco products, they must obtain a license compulsorily. Clause 8.5 of the guidelines states that no license shall be issued for the sale of tobacco products within 100 meters of all types of educational institutions and health care institutions. Many City Corporations, Municipalities and Union Parishads in Bangladesh have already achieved considerable success in implementing programs in accordance with the "Guidelines for Implementation of Tobacco Control Programs by LGIs" along with their partner NGOs and are developing future action plans.

2. Examples of successful programs implemented in accordance with the "Guidelines for the Implementation of Tobacco Control Programs by the Local Government Institutions":

AID Foundation is currently working with the National Institute of Local Government (NILG), 3 City Corporations and 70 municipalities to implement the guidelines. Grambangla Unnayan Committee is currently working with 1 City Corporation, 16 Municipalities, 1 Union Parishad and 18 local partner NGOs of Barisal Division to implement the guidelines. Moreover, Work for a Better Bangladesh (WBB) Trust is working with the National Institute of Local Government (NILG), 66 local government Institutes and 66 network organizations of Bangladesh Anti-Tobacco Alliance (BATA) to implement the guidelines.

Progress in the implementation of the directive in the AID Foundation's work area has led to licensing of tobacco products sellers, stopping illegal advertising campaigns, and

partially countering illegal interference by tobacco companies. Since the publication of the guidelines in 2020, AID Foundation has undertaken support activities in the implementation of the guidelines in Rajshahi and Khulna City Corporation and 9 Municipalities of Khulna Division and has established close liaison with the Central Monitoring Team of the Local Government Division to ensure the implementation of the guidelines. A reporting format was developed and adopted by the Monitoring Committee with the technical assistance of AID Foundation. AID Foundation is also working closely with the Municipal Association of Bangladesh (MAB) and the Mayors Alliance for Healthy Cities, Bangladesh (MAHC) to ensure that all municipalities in Bangladesh take initiative to implement the guidelines. 3 City Corporations and 30 Municipalities of AID Foundation's operational area have allocated a total of Tk. 30,20,000 for tobacco control programs in the last financial year (2023-2024) budget. Meanwhile, 11 municipalities have issued 2,037 licenses in favor of tobacco vendors in the last financial year. Revenue of Tk. 10,18,500 has been earned from this activity.

In 2022, with the support of Vital Strategies, the “National Institute of Local Government (NILG)” began providing direct training to public representatives on implementing tobacco control laws. Work for a Better Bangladesh (WBB) Trust supports 66 Bangladesh Anti-Tobacco Alliance (BATA) organizations working at the field level to engage with NILG initiatives. After receiving training from NILG, the organizations directly organized number of meetings with public representatives requesting them to take initiatives as per the “Guidelines for Implementation of Tobacco Control

Programs by Local Government Institutions". According to Section 7.2.7 of the directive, letters were sent on behalf of Bangladesh Anti-Tobacco Alliance (BATA) to 61 Zilla Parishad Chairman, 495 Upazila Parishad Chairman, 328 Municipal Assembly Mayors and 4 thousand 571 Union Parishad Chairman requesting to allocate money in the annual budget of the institutions for tobacco control activities. With the help of the members of BATA, WBB Trust conducts activities through social media at various times requesting initiatives to implement "Guidelines for Implementation of Tobacco Control Activities in Local Government Institutions". Posters, talk shows, short videos were posted under the program. In view of these continuous initiatives, 6 local government institutions have allocated a total of 54,000 taka to the 6 network organizations of BATA working at the field level to promote tobacco control programs for the development of public health.

In 18 working areas of Grambangla Unnayan Committee, a set of digital and hard copy databases have already been created with the GPS location of all tobacco sales centers or shops. All tobacco outlets located in the project area (total 9993) have been issued notices about obtaining compulsory license and distribution of promotional materials such as leaflets, posters and stickers on provisions of tobacco control laws. So far, 10 municipalities out of 18 working areas have issued notices to enforce compulsory licensing provision of LGI guidelines to tobacco outlets and a total of 2,347 tobacco outlets have received licenses. Executive Magistrates have conducted 39 mobile courts in 18 areas in the previous one year on the request of the honorable Mayors. A total of 6,908

advertisements were removed by 42 sanitary inspectors of the project area at the request of the municipal authorities. During their visit, they warned the tobacco outlet owners not to display any kind of advertisement in their outlets in future and also warned about the penalties in this regard under the tobacco Control Act. Meanwhile, Pirojpur Municipal Mayor has earmarked Tk 50,000 for Tobacco control activities in the financial year 2024-25. Besides, Kuakata Municipal Mayor has allocated funds for the implementation of Tobacco Free Bangladesh. Other municipal mayors such as Rajapur, Bhandaria and Nalchiti in Jhalkathi district have planned to allocate funds for tobacco control. Comparing the numbers of tobacco advertisements at 18 working areas in 2019 and 2022, it has been seen that n 2019, there were an average of 3.2 cigarette-bidi advertisements per shop, but after 3 years of operation, in 2022, an average of 1.4 advertisements were seen per shop. There was a drastic reduction of advertisements.

National Anti-Tuberculosis Association of Bangladesh (NATAB) is working directly with local government institutions and district-sub district tobacco control task force committees to control tobacco products. As part of this work, 3 City Corporations and 9 Municipalities are also playing an important role in bringing tobacco outlets under compulsory licensing, removing tobacco outlets within 100 meters of educational institutions and hospitals. In addition to allocating money for anti-tobacco activities, uploading guidelines on the municipal web site and giving anti-tobacco messages in various documents is contributing to sensitizing officials.

3. Future options for the Local Government Institutions to consider to strengthen implementation of tobacco control programs in their areas:

In the light of the long experience of AID Foundation, Grambangla Unnayan Committee, NATAB and WBB Trust with LGIs, the following recommendations are made to consider by the LGIs to strengthen implementation of tobacco control programs in their areas more effectively:

- The Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives and the National Institute of Local Government should play a more supportive role in the implementation of the guidelines for the implementation of tobacco control programs by all local government institutions.
- Ensure the attendance and performance of the representatives from each LGIs at Task Force Committee meetings;
- Ensure adequate budget allocation and expenditure in specified sectors by each LGIs in the country for tobacco control;
- Ensure the involvement of Bangladesh Anti-tobacco Alliance/non-governmental organizations to monitor the implementation of tobacco control laws;
- Local governments should involve local NGOs and CSOs in tobacco control activities;
- Local Government Institutions, local and national level NGOs, research institutes should be financed from the fund formed through collection of surcharge on tobacco for the implementation of tobacco control activities, through the National Tobacco Control Cell.

Bangladesh Anti Tobacco Alliance (BATA)
Secretariat: 14/3/A, Jafrabad, Rayerbazar, Dhaka-1207, Bangladesh
Email: infobatabd@gmail.com, info@bata.net.bd
Web: www.bata.net.bd

AID Foundation
Abu Naser Anik
PRC & NPO, TCP 01933337776; 01718311712
Dhaka Office:
3/13, Block-B, Humayun Road, Mohammadpur, Dhaka-1207, Bangladesh
Foundation office:
AID Complex, Post Box # 03, Jhenaidah-7300, Bangladesh.
AID FOUNDATION
Contact:
Telephone: 09678221221, +88 01733337000, 0248119680, +88 0451 61188-90
Fax: +88 0451 61196, E-mail: info@aid-bd.org, dhaka@aid-bd.org, www.aid-bd.org

Grambangla Unnoyon Committee
House- 93 (1st Floor), Road-1,
Mohammadia Housing Society Mohammadpur
Dhaka-1207,
Email: grambangla@yahoo.com
Web: https://grambanglabd.org

NATAB
Natab Bhaban
44/1, Bangabandhu Avenue, Dhaka- 1000,
Email: natabbd@gmail.com
Web: https://natabd.org

Work for a Better Bangladesh (WBB) Trust
14/3/a, Jafrabad, Rayer Bazar, Dhaka-1207, Bangladesh
E-mail: Info@wbbtrust.org
Website: www.wbbtrust.org

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকাটি অনুসন্ধান করতে উপরের QR Code স্ক্যান করুন।